চুয়াডাঙ্গায় এসএসসি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গায় এসএসসি-২০২৩ এর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ১শ জন কৃর্তী শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪২ জন গুণি শিক্ষককে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্স (এনসিটিএফ) চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির আয়োজনে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলো দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকা।

আজ সকাল সাড়ে নয়টা থেকেই চেম্বার অব কর্মাস মিলনায়তনে আসতে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃর্তী শিক্ষার্থীরা। সেই সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র থেকে জুনিয়র ৪২ জন গুণী শিক্ষকের আগমন। একই স্থান যেন মেধাবী আর গুণীদের সমারোহে ভরা। বিশেষ করে কৃর্তী শিক্ষার্থী ও গুণিজন সম্মননা অনুষ্ঠানে অতিথিও যখন চুয়াডাঙ্গার কৃর্তী সন্তান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, গুণী শিক্ষক ও সমাজের দর্পণ স্বরুপ গণমাধ্যম ব্যক্তিরা তখন অনুষ্ঠান নিসন্দেহে দারুণ হবারই কথা।

এ আয়োজনে অনলাইন গুগল মিটের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে অতিথি হিসেবে কৃর্তী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন এনআরবি ওয়ার্ল্ডেও প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব সিঙ্গাপুরের (বিডিচ্যাম) প্রেসিডেন্ট, সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সভাপতি ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান কচি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক মাহমুদুল হাসান সুমন, এনসিটিএফ এর সাবেক সংগঠক, দৈনিক সময়ের সমীকরণ’র স্টাফ রিপোর্টার ও আজকের পত্রিকার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি

মেহেরাব্বিন সানভী।

এনসিটিএফ চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সভাপতি রওনাক সামিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র সাংবাদিক শাহ আলম সনি, রিফাত রহমান, মাহফুজ মামুন, খায়রুল ইসলাম, হুসাইন মালিক, কামরুজ্জামান সেলিম, মফিজ জোয়ার্দ্দার, আহসান আলম, সাইফ জাহান, সাকিব বিশ্বাস, সাকিব আল হাসান, দেশ সেরা কৃষাণী ও তরুণ উদ্যোক্তা মেরিনা জামান মমি, অনুশীলনের পরিচালক তৌফিক শুভ ও মাফরাফি মতুর্জা প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এনসিটিএফ চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির শিশু গবেষক লামিয়া তাসফিয়া রজনির প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনসিটিএফ শিশু গবেষক ওমায়ের হাসান ও সাবেক শিশু সাংবাদিক কামরুল ইসলাম অপু প্রমুখ। কৃর্তী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রী ফারহানা আক্তার শোভা।

অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে এনআরবি ওয়ার্ল্ডেও প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব সিঙ্গাপুরের (বিডিচ্যাম) প্রেসিডেন্ট, সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক বলেন, তোমরা যারা সবে এসএসসি পাশ করেছো, কলেজে যাবা, অনেকেই মনে করতে পারো এবার আমাদের কাজ শেষ। প্রথম যখন একজন শিক্ষার্থী কলেজে যায়, তার মনে হয় এবার বড় হয়ে গেছি। অনুভূতি গুলো এমন হয় যেন, নিজেদের ভালো নিজেরাই বুঝতে শিখেছি। ১৯৮৪ সালে আমি এসএসসি পাশ করেছিলাম। আমারও এমনটাই মনে হয়েছিলো। কিন্তু কলেজে যাওয়া মানে জীবনের একটি ধাপ পার করে নতুন একটি ধাপে পদার্পণ মাত্র। যখন তোমরা প্রথম কলেজে যাবে, শপথ নিতে হবে, আমি এগিয়ে যেতে চাই। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা পাউয়ার (ক্ষমতা) আছে। কেউ কাজে লাগায়, কেউ লাগায় না। তোমরা যদি মনে করো, সে যদি পারে, আমি কেন পারবো না? নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সেই পাউয়ারকে কাজে লাগিয়ে পরিশ্রম করো, ঠিকই ফল পাবে। শুধু নিজের জন্য নয়, পরিবার, দেশ এবং জাতীর জন্য কাজ করার ইচ্ছা মনের মধ্যে থাকতে হবে। সেই ইচ্ছায় একদিন তোমাদেরকে সাফল্য এনে দেবে।

বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতি চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ বলেন, আগামীতে তোমরাই দেশের নেতৃত্ব দিবে। সারা দেশের মধ্যে বিশেষ ভাবে চুয়াডাঙ্গাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন কৃর্তী শিক্ষার্থী ও ৪২ জন গুণি শিক্ষককের হাতে সম্মননা স্মারক তুলে দেন অতিথিরা।

মেহেরপুরে বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে জাতীয় শোক দিবস পালন

বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা মেহেরপুরের পক্ষ থেকে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে শোক র্যালি ও বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ ঘটিকার সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বঙ্গবন্ধুর অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার জেলা কমিটির সভাপতি মোঃ নুরুল আহমেদ, মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃমোস্তাক হোসেনসহ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে গাংনীতে হাঙ্গারের সচেতনতা কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে মাসব্যাপি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

এর অংশ হিসেবে প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রামে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের

স্বেচ্ছাসেবিরা একটি সচেতনতামূলক র্যালি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

দি হাঙ্গারের স্বেচ্ছাসেবি ও কর্মকর্তাবৃন্দ বিভিন্ন সচেতনতামূলক বক্তব্য সম্বলিত প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে এ র্যালিতে অংশ নেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্টর গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারি হেলাল উদ্দীন, ভিটিআর সিরাজুল ইসলামসহ ইউনিয়ন সমন্বয়কারী ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবিরা এ কর্মসূচিতে যোগ দেন।

পাশাপাশি দি হাঙ্গারের উদ্যোগে এলাকার ঝোপঝাড়, ড্রেন ও খানাখন্দে জমে থাকা পানিতে ফগার এবং স্প্রের সাহায্যে মশক নিধনের ওষুধ ছিটানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার পথচারী ও বাসিন্দাদের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন স্বেচ্ছাসেবিরা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারি হেলাল উদ্দীন বলেন, বর্তমান সময়ে ডেঙ্গু মানুষের মাঝে আতংক তৈরী করেছে। তাই হাঙ্গার প্রজেক্টের স্বেচ্ছাসেবি ও ইয়ূথ এন্ডিং হাঙ্গারের ছেলে মেয়েরা প্রতিটি গ্রামে গ্রামে মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছেন। বিশেষ করে উঠান বৈঠক, ঝোপ ঝাড় পরিস্কার করাসহ ডেঙ্গুবাহি মশার জিবানু ধ্বংশ করতে কাজ করছে।

মেহেরপুরে সিপিবি’র কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ‘উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে পার্টির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সিপিবি জেলা শাখার সভাপতি কমরেড জালাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, সিপিবির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি কমরেড আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন।

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক কমরেড শহিদুল ইসলাম কাননের সঞ্চালনায়

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, অ্যাডঃ মিজানুর রহমান, সিদ্দিকুর রহমান, রফিকুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম, মহাম্মদ আলী, রফিকুল ইসলাম পথিক প্রমুখ।

সভায় বক্তারা নির্দলীয় নিরেপক্ষ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং ভোট ও ভাতের অধিকারের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম কর্মসূচি চালানোর অঙ্গিকার করেন। সেই সাথে জণগণকে সাথে নিয়ে বিকল্প বাম শক্তি গড়ে তুলে আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুরের ১৩ জঙ্গি সদস্য এটিইউ’র হেফাজতে

মেহেরপুর শহরের শিশুবাগান পাড়ার ৩টি পরিবারের শিশু ও নারীসহ ১৩ জনকে জঙ্গি সন্দেহে পুলিশের এনটি টেরিরিজম ইউনিটের (এটিইউ) একটি টিম তুলে নিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তারা সকলেই নিষিদ্ধ সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ঘটনার পর থেকে একজন নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তবে ৫ শিশূকে পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

গত ২ আগষ্ট দিবাগত রাতে শহরের শিশু বাগানপাড়া এলাকার ইদ্রিস আলী মিস্ত্রির ছেলে স্ট্রিট ফুড বিক্রেতা আনোয়ার হোসেনকে (৩০) তার বাড়ি থেকে আইনশৃংখলা রক্ষাকারীর পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যায়।

আনোয়ার হোসেনকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশি সেন্টু হোসেন ও পলাশ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মেহেরপুর সার্কিট হাউসসহ বিভিন্ন স্থানথেকে তাদের আটক করেছে বলে পলাশের পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন।

তারা হলেন- শিশু বাগানপাড়ার কিতাব আলীর ছেলে সেন্টু হোসেন (২৮), তার স্ত্রী দিলরুবা খাতুন (২৫), ছেলে লাসিন ও হুজাইফা, একই পাড়ার রিকসা চালক পলাশ (৫৫), তার স্ত্রী ফাতেমা খাতুন (৪৮), মেয়ে ফারহানা, প্রিয়া খাতুন, জামাতা ঝন্টু মিয়া, ছেলে ফরহাদ হোসেন,

ফয়সাল হোসেন, নাতি বুখারি হোসেন, পলাশের আরেক মিনারুল ইসলাম, নাতনি মিতা খাতুন, রিতা খাতুন ও শাহিনুর।

এদিকে, ঘটনার পর থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন একই পাড়ার মাংস বিক্রেতা রফিকুল ইসলামের ছেলে রকিব মোল্লা ওরফে মুজাহিদ (৩০)।

এদের মধ্যে বুখারি, ফয়সাল, মিতা, লাসিন ও হুজাইফা শিশু হওয়ায় গত মঙ্গলবার মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাদের এক প্রতিবেশী বলেছেন, আটকরা সকলেই জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পুলিশের কাছে এই তালিকায় ১৮ জনের নাম আছে বলেও জানান তিনি।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন ও পিতা ইদ্রিস আলী মিস্ত্রি বলেন, ছেলেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের দুজনের পরনে পুলিশের পোশাক এবং অন্যরা সাদা পোশাকে ছিল।

আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, তারা বলেছিলেন, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করে এখনি ছেড়ে দিয়ে যাবেন। সেই যে নিয়ে গেলো তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাইনি।

তারা বলেন, আনোয়ারকে নিয়ে যাওয়ার কয়েকবার মেহেরপুর থানা, র্যাব অফিসে গিয়েছি। কোনো খোঁজ পাইনি। সেখানে না পেয়ে তারা জেলার অন্যান্য উপজেলার পুলিশ স্টেশন, র্যাব ও ডিবি অফিসে সন্ধান করেছি। কিন্তু সেসব জায়গায়ও আনোয়ার হোসেনকে পাওয়া যায়নি। থানায় জিডি দিতে গেলেও থানা পুলিশ জিডি নেননি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি সুত্র থেকে জানা গেছে, আটককৃতরা জঙ্গি সংগঠণ জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সক্রিয় সদস্য। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ঢাকা থেকে পুলিশের এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের একটি গ্রুপ মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সহযোগীতায় তাদের আটক করে ঢাকায় নিয়ে গেছে। আটককৃত ৬ শিশুর মধ্যে ৫ জন শিশুকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের মাধ্যমে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ফেরৎ দিয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সেন্টু হোসেন ও আনোয়ারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, পরিবারের সবাই বারান্দায় বসে আছেন। তাদের সান্ত্বনা দিতে পড়শীদের কয়েকজনও সেখানে আছেন। এছাড়া পলাশ ও রাকিব মোল্লার

বাড়িতে গিয়ে তাদের বাড়িতে তালা মারা দেখা গেছে। পলাশের ফেরৎ দেওয়া ছেলে ফয়সাল ও ফরহাদের ছেলে বুখারীকে পাওয়া যায়নি। তারা তাদের কোন আত্মীয়র বাড়িতে গেছে তাও বলতে পারেনি প্রতিবেশীরা।

সেন্টু হোসেনের দুই ছেলে লাসিন ও হুজাইফাকে ফেরৎ পেয়েছেন তার দাদী আদরী খাতুন। এর মধ্যে হুজাইফার একটি পা ভেঙ্গে গেছে। সেন্টুর মা আদুরী খাতুন বলেন এই দুটি দুধের শিশু নিয়ে আমি এখন কি করবো। কুল কিনারা পাচ্ছিনা।
বোন পাপিয়া খাতুন বলেন, আমার ভাইকে ধরে নিয়ে কোথায় রেখেছে সেটা তো আমরা জানার অধিকার রাখি। তারা অন্যায় করলে সাজা হোক। কিন্তু আমাদের পরিবারকে খোঁজ দিক।

আনোয়ার হোসেনের মা আনোয়ারা খাতুন জানান, রাত ১টার পরপরই দুজন পুলিশের পোশাক পরে, চারজন সাদা পোশাকে প্রাচীর টপকে বাড়িতে প্রবেশ করে। আইনের লোক পরিচয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। সকালে থানায়, ডিবি কার্যালয়, র্যাব ক্যাম্পে গেলে কেউ স্বীকার করেনি ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। আনোয়ারের স্ত্রী পলি খাতুন বলেন, ‘স্বামীর সন্ধানে অনেক জায়গায় গিয়েছি কোথাও সন্ধান মিলল না। আমার স্বামী নিরপরাধ। তাকে কেন রাতের আঁধারে তুলে নেওয়া হলো তা বুঝতে পারছি না।’

প্রতিবেশী জাহিদ হোসেন বলেন, আনোয়ার ফুট পথে ব্যবসা করতো। তবে, নিয়মিত মসজিদে আসার আহ্বান জানাতেন। ধারণা করা হচ্ছে, জঙ্গি সম্পৃক্ততার সন্দেহে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন তাকে তুলে নিয়ে গেছে। তবে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত বিষয়টি পরিবারটিকে জানানো। যদি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে তাদেরই উচিত আনোয়ারকে খুঁজে বের করা।

মেহেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরের পুলিশের কাছে এ বিষয়ে কোন তথ্য নেই। অন্য কোনো সংস্থা তাদের আটক করেছে কিনা তাও জানা নেই।

কোটচাঁদপুর জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা

নকল ভেজাল ঔষধ সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার কোটচাঁদপুর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এ সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলার কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতির সভাপতি সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের ঔষধ তত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্টের কেন্দ্রীয় পরিচালক আক্তারুজ্জামান আক্তার,সংগঠনের ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি রফিকুল ইসলাম সোম,ঝিনাইদহের সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান ঝন্টু,সমিতির কোটচাঁদপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক মালিক তবিবুর রহমান।

সভায় নকল ভেজাল ঔষধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সভায় উপজেলার দুই শতাধিক কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে মহ্নাহ ভোজে যোগ দেন সবায়। সার্বিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন, কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সহসভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু।

চুয়াডাঙ্গায় উলামা কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এক হাজার আল কুরআন বিতরণ

সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহাগ্রন্থ-আল কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করছে

সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ, চুয়াডাঙ্গা। এক হাজার কুরআন বিতরণ অবদি এই কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির দায়িত্বশীলরা।

গতকাল শনিবার (৫ আগস্ট) বাদ আসর জেলার শহীদ হাসান চত্বরে এই কুরআন বিতরণ কর্মসূচি পালন করে সংগঠনটি। এসময় শতশত ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের হাতে পবিত্র কুরআন তুলে দেয় সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দগণ।

কুরআন বিতরণ পূর্ব জমায়েতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সুইডেনে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পবিত্র কুরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে এর আগেও আমরা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছি। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ঘোষিত ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গতকাল শনিবার আমরা চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বরে জমায়েত হয়েছি। আজ রবিবার থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মসজিদেও এই কার্যক্রম চলবে ইনশাআল্লাহ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা সুইডেনকে জানিয়ে দিতে চাই, একটা মাত্র কাগজের কুরআন পুড়িয়ে পৃথিবীর বুকে কুরআনের প্রচারণাকে থামিয়ে দেয়া যাবেনা।কারণ মুসলমানরা কুরআন শরীফ কাগজের পাতায় ধারণ করেনা বরং তারা এই পবিত্র কুরআন তাদের হৃদয়ে ধারণ করে। এজন্য কুরআনের পাতা পুড়িয়ে কুরআন থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ নেই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ১ হাজার কুরআন বিতরণ কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে মাদরাসা মসজিদসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলবে, আজ চুয়াডাঙ্গার শহীদ হাসান চত্বর থেকে তার কার্যক্রম শুরু হলো।

বক্তারা বলেন, মহাগ্রন্থ আল কুরআনসহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে বা যারাই কটুক্তিকর বক্তব্য দেয়ার দু:সাহস দেখানোর চেষ্টা করবে, আমরা সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদ এর প্রতিবাদে দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে মাঠে নামবই, ইনশাআল্লাহ।

বক্তারা আরও বলেন, সুইডেনে কুরআন পোড়ানো হয়নি, বরং বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয় পোড়ানো হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা এটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

আয়োজিত ১০০০ (এক হাজার) কুরআন বিতরণ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন,

সাংগঠনটির সভাপতি মাওলানা হাসানুজ্জামান, সেক্রেটারী মাওলানা আখতারুজ্জামান, সহ-সভাপতি মুফতী আব্দুর রশিদ রজব, সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা সারওয়ার হুসাইন, মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মাহফুজুর রহমান মাফী প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সম্মিলিত উলামা কল্যাণ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হাফেজ তাজুল ইসলাম, সহ-সেক্রেটারী মাওলানা আমির খসরু, মাওলানা আব্দুল্লাহ, সপ্তর সম্পাদক মাওলানা জুনাইদ আল হাবিব, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ফয়জুল্লাহ আল মুনির ও মাওলানা জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

গাংনীতে সুজনের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

গাংনীতে সুশাসনের জন্য নাগরিক “সুজন” এর উদ্যোগে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার আহবানে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১ টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা “সুজন” এর সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন।

এসময় বক্তব্য রাখেন “সুজন ” এর গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ও গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের সাবেক সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রশীদ, উপজেলা সুজন এর সাধারণ সস্পাদক এবং করমদী কলেজের প্রভাষক আবু সায়েম পল্টু, জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ, রাজনৈতিক বিশ্লেষক রফিকুল ইসলাম পথিক, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দীন প্রমুখ।

আয়োজনটি সঞ্চালনা করেন-গাংনী উপজেলা “সুজন”এর সদস্য ও রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, কোনো হানাহানি না করে রাজনৈতিকদলগুলোকে সমঝোতার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হবে।

মেহেরপুরের রঘুনাথপুরে “উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত”

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন, সবার জন্য মান সম্মত শিক্ষা, ঝরে পড়া রোধ ও অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়ে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) সকাল ১০ টার সময় আমঝুপি ইউনিয়নের রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযান এর সহযোগীতায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সহকারী শিক্ষক মো: সাইফুল ইসলাম এবং অনুপমা। এছাড়া অনুষ্ঠানে অভিভাবকগণ সহ, জন প্রতিনিধি, এস এম সি, ও ওয়াচ গ্রুপ সদস্য অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ রোধসহ ছাত্রছাত্রীদের অনিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা দুর করতে এস.এম.সি, শিক্ষক, পিটিএ ও ওয়াচ কমিটি একসাথে কাজ করতে পৃথক কর্মসূচী গ্রহন করে।

মিরপুরে “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর সাতমাইল এলাকায় সংগঠনের নিজ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা: ইফতেখার মাহমুদ।

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর সাধারণ সম্পাদক মওদুদ রাজীবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, ধুবইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ খেদ আলী, উপজেলা যুবলীগ নেতা পলাশ, ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি যুব পরিষদ মিরপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক বিপুল হোসেন, সাহেবনগর এলাকার মল্লিক সমাজের প্রধান রেজাউল করিম, রাজা সরদার, মিরপুর মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেজাউর রহমান, কম্পন প্রতিবন্ধী সংস্থার সভাপতি সোহেল রানা, সরদার সমাজের প্রধান শাহাবুদ্দিন সাবা, সাব্বির জামান সাবেক মেম্বার জহুরুল ইসলাম শুকুর, সমাজসেবক আসাদুজ্জামান মামুন, রবিউল ইসলাম মাষ্টার, সমাজসেবক তাজউদ্দিন আহমেদ,“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এ বর্ধিত সভার আয়োজন করে।